আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর

বিশেষ ক্রোড়পত্র শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

'তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সরকার এবং রাষ্ট্রের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার বিশ্বব্যাপী একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য জানার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই প্রণয়ন করা হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯' এবং এর যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দূরীকরণের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি এ আইনের যথাযথ প্রয়োগে তথ্য কমিশনকে আরো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তথ্য সেবা নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ ও অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম কার্যক্রম গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এর ফলে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আইনের সুফল ভোগ করতে পারবে এবং তথ্য জানার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯ পালনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে, সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে–এ প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে তথ্য অধিকারের ভূমিকা অপরিসীম। ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক ২৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ঘোষণা করা হয়েছে এবং 'Access to Information: Leaving No One Behind' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী এ বছর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে 'তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে তথ্য কমিশন সারাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের ফসল হিসেবে আসে এ দেশের স্বাধীনতা, 'জনগণই রাষ্ট্রের মালিক' স্বীকৃত হয় সংবিধানে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ধারণা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮-এর নির্বাচনি ইশতাহারের ঘোষণা অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেন। আইনটি জনসাধারণের শুধু তথ্য অধিকারই নিশ্চিত করেনি, নাগরিকের মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান করেছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশের মিডিয়া জগৎ এখন অনেক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়েছে। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩,১২০ যার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১২৫২, সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ১১৯৬, নিবন্ধিত টিভি চ্যানেল ৪৯ টি, এফএম রেডিও ২৮ টি, কমিউনিটি বেতার ৩২ টি ও অসংখ্য অনলাইন পত্রিকা রয়েছে। এছাড়া নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এই রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার ই-গর্ভন্যান্সের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ই-সেবার মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং সকল নাগরিক এর সুফল ভোগ করছে।

তথ্য কমিশন সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য কমিশন তথ্য বঞ্চিত জনগণের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিয়মিত শুনানির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় এবং জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ যত তথ্য পাবে তাদের জীবনমানের তত উন্নয়ন ঘটবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' উদযাপনকল্পে তথ্য কমিশন গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

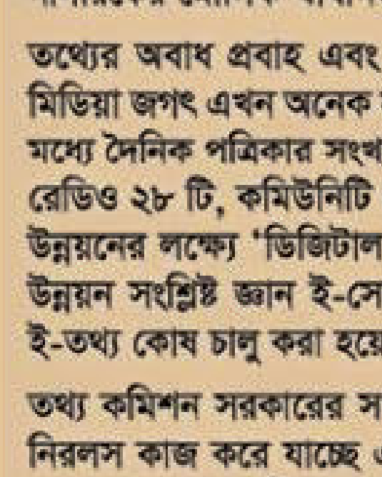

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

বাণী

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালনের উদ্দেশ্যে তথ্য কমিশন এ বছর সারা দেশে দুদিন ব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **'তথ্য সবার অধিকার : থাকবে না কেউ পেছনে আর।'**

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন, এর বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্ণ হয়েছে। এতে এবার তথ্য অধিকার দিবস পালনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। দশক পূর্তিতে দিবস উদ্‌যাপনে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, গণমানুষের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, আরো কি কি করণীয় রয়েছে।

আইনটির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ রচনায়, জনগণের তথ্যে প্রবেশে, স্বপ্রণোদিত তথ্যের বাধ্যতামূলক অবমুক্তি ও প্রকাশে আইনি ভিত্তি ও কাঠামো তৈরি হয়েছে। তথ্য কমিশন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানে দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধি, সহায়িকা, নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। সরকার চার স্তরে কমিটি গঠন করে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। ইন্টারনেটের ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে প্রায় সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনস্বার্থে তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছে। তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে। সরকার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ই-সেবার মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য ই-তথ্য কোষ চালু করেছে। ৫,২৮৬ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তৃণমূল সহজেই তথ্য সেবা পাচ্ছে। সরকারের সাথে সাথে বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ফলে জনসাধারণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের সাথে সাথে তাদের মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত হচ্ছে; কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বাড়ছে, দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হচ্ছে। তথাপিও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যদাতার অনীহার কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় সবার তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সবার তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকলের জীবনমান উন্নয়ন ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষিতকরণে আমাদের আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, অনেক কাঠখড় পোহাতে হবে। সারা দেশে আইনটির প্রয়োগে ব্যাপক গণজোয়ার তৈরি করে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, সকল কর্তৃপক্ষকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এটি তথ্য কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এ মহাযজ্ঞে সবাইকে অংশ নিতে হবে। সকল কর্তৃপক্ষকে তাদের স্ব স্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সেবা বাস্তবায়নে Crosscutting Component হিসেবে আবশ্যিকভাবে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এবারের তথ্য অধিকার দিবস পালনে এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

মরতুজা আহমদ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯

তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর
(Access to Information: Leaving no one behind)

সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

ভূমিকা

আন্তর্জার্তিক তথ্য অধিকার দিবস ,২০১৯-এর প্রতিপাদ্য 'Access to Information : Leaving no one behind'.বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ,তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর"। অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করায় অবাধ তথ্য প্রবাহ ও তথ্যে সকলের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এবারের দিবসের প্রাক্কালে বিশ্ববাসীর প্রতি ইউনেসকো মহাপরিচালক তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন, "Universal access to information is a pillar of the 2030 agenda for sustainable development goal."

প্রেক্ষাপট

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

তথ্য অধিকার আজ অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৭৬৬ সালে সুইডেনে তথ্য অধিকার যাত্রা শুরু করলেও ১৯ শতকের প্রথমভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার পর একটি উন্নত ও নিরাপদ বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশায় বিশ্ববাসী এক হয়ে কাজ করার চিন্তা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৩ বছর পর ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস বা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই প্রথম বিশ্বের কতগুলো দেশ বিশ্বজনীন পর্যায়ে মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। এই ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম হলেও আমরা ব্রিটিশ আইনের গোপনীয় সংস্কৃতির কবলে ছিলাম বলে অন্যান্য মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়টি এ দেশের জনগণের নাগালের বাইরে থেকে যায়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবিধানে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করার পাশাপাশি ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অধিকার তথা তথ্য অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বসভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটান।

দেশে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য সহস্রাধিক আইন থাকলেও জনগণকে ক্ষমতায়িত করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অন্যতম নিয়ামক শক্তি।

এজেন্ডা ২০৩০: এসডিজি

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দরিদ্রতা, মারাত্মক ব্যাধি, শিশু-নারী মৃত্যু, পরিবেশ ও নারী অধিকার এ ধরনের সমসাময়িক ইস্যুগুলোকে ভিত্তি করে জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছিল এদের অন্যতম। সেসময়ে যে সমস্যাগুলো বিশ্ব মানবতার উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিল সেরকম আটটি লক্ষ্য নিয়ে ২০০০-২০১৫ সময়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) নির্ধারণ করা হয়। এমডিজি ছিল সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন ভাবনা। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চয়তার পাশাপাশি আইনের শাসন বাস্তবায়ন বা প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে এতে উপস্থিত ছিল না। তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হলেও তা বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এমডিজির মেয়াদ শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০ তম সাধারণ অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৬-২০৩০ এই পনেরো বছরের জন্য ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারণ করা হয় যা 'এজেন্ডা ২০৩০ ' বা 'এসজিডি'। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট বিশ্বসমাজের সকলকে নিয়ে নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ সমাজের একজনকে বাদ না দিয়ে বৈশ্বিক উন্নয়নের সকল অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকারবদ্ধ হন। টেকসই উন্নয়ন দর্শনের মূল স্পৃহা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সকল নাগরিককে উন্নয়নের সুফল একইভাবে পৌঁছে দেয়া। এজেন্ডা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৭ টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৪৪ টি সূচক। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ তে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা ও সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনে এর বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে।

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ : তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ জারি হওয়ার পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহে ৪২,১৩৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয় যারা One stop service provider হিসেবে তথ্য প্রদানে দায়িত্ব পালন করছে।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মর্তাগণকে প্রশিক্ষণ : তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮,২১০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ৫৬,১৪১ জন অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(গ) আবেদনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি : বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট মোট ৯৯,২৩৯ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.৮৫ ভাগ আবেদনের বিপরীতে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

(ঘ) আপীল নিষ্পত্তি : ১০ বছরে ১,২১২টি আপীল আবেদন দায়ের ও নিষ্পত্তি হয়েছে।

(ঙ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি :মোট ২,৯৪৪ টি অভিযোগ শুনানি শেষে তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। এর মাধ্যমে আবেদন এবং আপীল পর্যায়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীদের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(চ) গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম : দেশের প্রায় সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন -২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।

(ছ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন :মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(জ) এনজিওদের অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

(ঝ) মিডিয়া: দেশে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের মিডিয়া জগৎ বর্তমানে অনেক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩,১২০টি যার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১,২৫২, সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ১,১৯৬, নিবন্ধিত টিভি চ্যানেল ৪৯ টি, এফএম রেডিও ২৮টি, কমিউনিটি রেডিও ৩২টি, এছাড়া অসংখ্য অনলাইন পত্রিকা রয়েছে।

(ঞ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন দপ্তরগুলোকে জনসম্পৃক্ত করতে ৯,২২৪ টি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপিত হয়েছে, দেশে আজ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি ছাড়িয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তথ্য কমিশন ও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সহজতর করার লক্ষ্যে অনলাইন আরটিআই ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে।

(ট) জাতীয় তথ্য বাতায়ন :তথ্য অধিকার আইনের বলেই মন্ত্রণালয় হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রায় ২৮,৪৩৮ সংস্থাসমূহের তথ্য সংবলিত ওয়েবপোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বা 'ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল' প্রস্তুত করা হয়।

এজেন্ডা ২০৩০: এসডিজি -এর অভীষ্ট ও বাংলাদেশের অর্জন

এসডিজি বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ যেমন কোনো অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংযুক্ত দপ্তর চিহ্নিত করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে। এসডিজি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে এসডিজি ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এসডিজি ফাইনান্সিং স্ট্র্যাটেজি প্রস্তুত করা হয়েছে। যার ফলে ইতোমধ্যেই এসডিজি-এর বেশ কিছু সূচক অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসহ বাংলাদেশ ২০১৮ সালেই উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে।

(ক) দারিদ্র্য বিলোপ : বাংলাদেশে ২০০৯ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ৩৩.৪ শতাংশ জনগণ ২০১৮ সালে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। হত দরিদ্র জনগণ একই সময়ে ১৯.৩ শতাংশ হতে ১২.৯ শতাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মাথাপিছু গড় আয় প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং জেলা প্রশাসকদের বিশেষ উদ্যোগের ফলে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন উপজেলা ও নড়াইল জেলা ভিক্ষুক মুক্ত হয়েছে। সঠিক সময়ে তথ্য টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী সঠিক জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই এ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

(খ) ক্ষুধা মুক্তি : খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৬০.৭ লক্ষ মে. টন থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪২৯.৯৩ মে.টন -এ এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মঙ্গার ভয়াল কবল হতে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের nutrition dashboard -এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১২ হতে ২০১৮ পর্যন্ত গড়ে ২.৭৭% অপুষ্টি মাত্রা কমেছে।

(গ) সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ : সুস্থ সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নানামুখী স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির ফলে মাতৃমৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার, কলেরা, ম্যালেরিয়া, পোলিওসহ নানাবিধ প্রাণঘাতী রোগসমূহ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিগত এক দশকে মাতৃমৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ ও নবজাত শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৪-এ নেমে এসেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৬৭.০৭, ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.০৩ বছর।

(ঘ) মানসম্মত শিক্ষা : শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর,সংস্থা তথ্য প্রচারের ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে স্বাক্ষরতার হার ২০০৯ সালে শতকরা ৫৫.৫ হতে ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে। একই সময়ে ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

(ঙ) জেন্ডার সমতা :রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯ টি দেশের মধ্যে এখন ৪৮তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে।

একই সাথে উন্নত বাংলাদেশের জন্য আরও প্রয়োজন হবে নিরাপদ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, পরিকল্পিত নগর, উদ্ভাবনী শিল্প, জলজ-স্থলজ জীবন বৈচিত্র্য ও জলবায়ু রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ ব্যবস্থা ও সর্বোপরি এসডিজি'র লক্ষ্য পূরণে সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

সুপারিশঃ

- দেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সুধিজন, মিডিয়াকে নিয়ে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে তার মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
- জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি তথ্যের প্রায়োগিক সুফল সম্পর্কে অবহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন, অবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ কমিটিরগুলোর কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং ও তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সমাজের পিছিয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে তাদের সুবিধা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে চাহিদাভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী তথ্য তৈরিতে কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিভিন্ন দেশে অর্জিত সফল উন্নয়ন অভিজ্ঞতা গ্রহণ ও দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তা বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- এ দেশের সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রমে আরও বেশি সংশ্লিষ্ট করতে হবে।
- সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ বিষয়ে মনিটরিং বাড়াতে হবে এবং কর্তৃপক্ষগুলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উৎসাহ প্রদান বা প্রয়োজনে বাধ্য করতে হবে।
- গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।
- এসডিজি বাস্তবায়নে ২০৩০ পর্যন্ত ৯২৮.০৮ বিলিয়ন এবং বছরে প্রায় ৬৮ বিলিয়ন ইউএস মার্কিন ডলার প্রয়োজন। নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সকলের তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উপসংহার : তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকার, তথ্য কমিশন, বেসরকারি সংস্থা সকলের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তথ্য অধিকার বা এসডিজি উভয়ের বাস্তবায়নের মূল কাজ করবে কোনো না কোনো কর্তৃপক্ষ। জনগণ হবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্ট নির্ধারণে সারা বিশ্বের সকল মানুষ, প্রাণী, পরিবেশ, প্রতিবেশ সকলের প্রয়োজনকেই সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি যেমন কাউকেই পেছনে ফেলে নয় বলেছে তেমনই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এ উন্নয়ন উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার নয় বরং প্রতিটি মানুষকে বিশেষত তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তার নিজের, সমাজের বা তার পরিবেশ রক্ষায় করণীয় সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। সমাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকেই উন্নয়ন পথযাত্রায় সামিল করতে হবে এবং তথ্য অধিকার হবে সেই পথের প্রধান বাহক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত রেখে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই বাহনটি চলার পথ সকলে মিলে সুমসৃণ করতে হবে। তবেই তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ☐

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস,২০১৯' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। জনগণের এ অধিকারকে সম্মান দিয়ে নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯' পাস করেছি এবং এর আওতায় তথ্য কমিশন গঠন করেছি। যার ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ করেছি এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ আরও কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের ট্রান্সমিশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৯টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। ফলে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদের কার্যক্রম সরাসরি পৌঁছানো সহজ হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৫ হাজারেরও বেশি অফিসের তথ্য সংবলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করেছে। জেলা শহরগুলোর মধ্যে ৯৯% শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এখন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-এর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। সারা দেশে প্রায় ২৩,৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবার বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে। আমরা 4G চালু করেছি এবং 5G চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। সারাদেশে প্রায় ৫ হাজার ২৮৬টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (One stop digital centre) গড়ে তোলার মাধ্যমে তথ্য সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

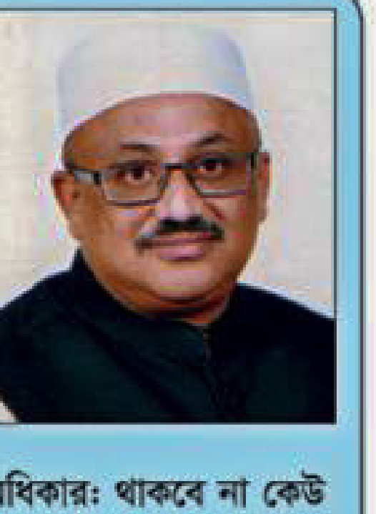

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার প্রয়োগে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করার লক্ষ্যে সারা দেশে 'তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' পালিত হচ্ছে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় 'তথ্য' একটি বিশেষ শক্তি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করছে। এ সময় তথ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্যের অবমুক্তি, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহের বাধাহীন প্রকাশ রাষ্ট্রের উন্নয়নে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করছে। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হওয়ার পাশাপাশি শুরু হয়েছে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। বিশ্ববাসী আজ উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর সুদূরপ্রসারী ফলাফল লাভ করার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনি ইশতাহার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনের সফল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৩% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) চালু করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল প্রতিটি জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর নিমিত্তে প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সফল বাস্তবায়ন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের (এসডিজি) প্রায় ৮২% সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ব্যবসায়ী, বেদে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে এর সুফল ভোগ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সৃষ্ট সচেতনতা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। রাষ্ট্র টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দারিদ্র্যসীমা ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি সরকারের একটি বড়ো অর্জন।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯'-এর সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি

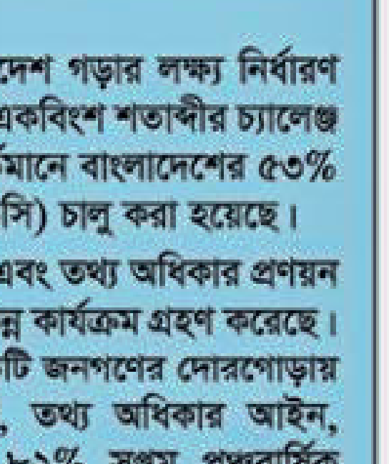

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'তথ্য সবার অধিকার : থাকবে না কেউ পেছনে আর' এ শ্লোগান নিয়ে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৯' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বাগত জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবায়িত। দেশে তথ্যের উন্মুক্ত বিচরণসহ জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় সব কাজই ইতোমধ্যে হয়েছে। শুধু শহর-বন্দরেই নয় গ্রামে-গঞ্জেও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহি বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত করছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিস্তৃত করতে দেশে বর্তমানে ৪৯টি টেলিভিশন চ্যানেল অনুমতিপ্রাপ্ত, ২৮টি এফএম রেডিও স্টেশন এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ বিভিন ধরনের ৩,১২০টি নিবন্ধিত পত্রিকা এবং অনেক অনলাইন পোর্টাল সংবাদ প্রকাশ করছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত দশ বছরে বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস,২০১৯' উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আবদুল মালেক

ডিএফপি নং ০২-২৬/০৯/২০১৯